দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JUN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ডাকসু নির্বাচনের তাগিদ

ত্রুটিমুক্ত শিক্ষানীতি তৈরী হচ্ছে : শিক্ষামন্ত্রী

ডাকসু না থাকায় লেজুড় বৃত্তির রাজনীতি বাড়ছে : মেনন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেছেন, সবার জন্য সর্বজনীন, গণমুখী, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা দরকার। অতীতের সব শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করে ত্রুটিমুক্তভাবে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। শহীদ মধুসূদন দে মধুদা'র ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। গতকাল (রোববার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, ডাকসু না থাকায় লেজুড় বৃত্তির রাজনীতি বাড়ছে। অগণতান্ত্রিক সরকারের সময়ও ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু নির্বাচিত সরকারের সময় ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই দুঃখজনক। ডাকসুর সাবেক ভিপি ও কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, মধুদা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, গণমুখী ও প্রগতশীল রাজনীতির ধারক ও বাহক। তার হত্যাকাণ্ডের বিচার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমেই সম্ভব। ডাকসুর সাবেক ভিপি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, মধুর কেন্টিনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কখনও স্থান পায়নি, পাবেও না। মধুদার প্রতি সম্মান জানাতে আমাদের লেজুড় বৃত্তির রাজনীতি ছাড়তে হবে। তিনি বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে লংমার্চ করে কোন কাজ হবে না। পানির ন্যায্যহিস্যা আদায় করতে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ফোরামের সাহায্য নেয়ার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো। ডাকসুর সাবেক ভিপি রাগীব আহসান মুন্না বলেন, মধুদার রক্তের ওপর বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয়। এর বিরোধীরা তার হত্যাকারীদের সমর্থক ছিল। তারা আজও আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। তিনি দ্রুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী করেন। আমান উল্লাহ আমান বলেন, ফারাক্কার থাবা থেকে দেশ রক্ষা করতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী লংমার্চ করেছিলেন। এখন আবার টিপাইমুখ অভিমুখে লংমার্চ করার সময় এসেছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা দরকার। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর হারুণ অর রশিদ, সাবেক প্রোভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর সদরুল আমিন, ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, নাজমুল হক প্রধান, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এমপি, সফি আহমেদ, ওবায়দুর রহমান চুন্নু প্রমুখ। আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ এবং মধুদা'র পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।